



মাসিক পানি পরিক্রমা

(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]
জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ পৌষ-মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের ৪১ তম সভা



গত ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের ৪১ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যে সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে উহার অগ্রগতির উপর বিষদ আলোচনা হয়। এছাড়া

পরিচালনা পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্জন, বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি ও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসহ অন্যান্য বিষয়ের উপরও আলোচনা হয়।

সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. সফিউল্লাহ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ আতাউর রহমান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অমিত কুমার বাউল, অর্থ মন্ত্রণালয়ের, অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব, জালাল উদ্দিন, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর মহাপরিচালক (এমআইই) এস,এম মাহবুবুল আলম ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর মহাপরিচালক, মোঃ সারাফত হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন।

হালদা সম্প্রসারণ সেচ প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন

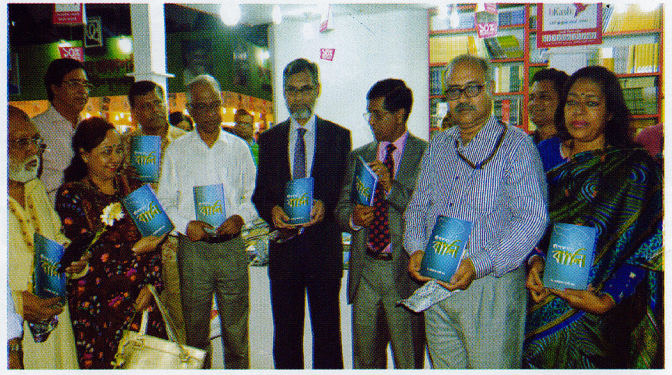
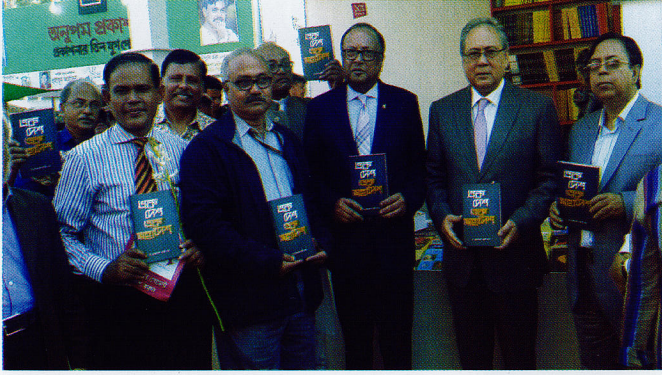
গত ১৭ ফেব্রুয়ারি-২০১৭ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি হালদা সম্প্রসারণ সেচ প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম এর প্রধান প্রকৌশলী এ কে এম সামছুল করিম, চট্টগ্রাম পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী বিদ্যুৎ কুমার সাহাসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য সেচ



সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি

প্রকল্পটি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় অবস্থিত। বর্ষাকালে পাহাড়ী ঢল হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধার মাধ্যমে ১৮-২০ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল উৎপাদন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন খালের মাধ্যমে হালদা নদীতে নিষ্কাশিত হওয়া এবং ইরিগেশন ডাইক ও ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোও এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

বই এর মোড়ক উন্মোচন



বই এর মোড়ক উন্মোচন করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

বই এর মোড়ক উন্মোচন করছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোজাম্মেল হক খান

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলা একাডেমীর বইমেলায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ আলী খান রচিত "এক দেশ এক মহাদেশ" বই এর মোড়ক উন্মোচন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। এ সময়ে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান ও লেখকসহ মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ড. মোহাম্মদ আলী খান রচিত "দ্বীপকন্যা বালী" নামক আর একটি বই এর মোড়ক উন্মোচন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোজাম্মেল হক খান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর।

বাপাউবোর প্রধান প্রকৌশলী পুত্রের

আন্তর্জাতিক জুনিয়র সাইন্স অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক লাভ



পদক গ্রহণ করছেন তাহমিদ মোসাদ্দেক মাহিন

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক জুনিয়র সাইন্স অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৬ জন প্রতিযোগীর রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য ১৩তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সাইন্স অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা গত ২- ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ ইন্দোনেশিয়ার বালীতে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ভিত্তিক এ প্রতিযোগিতার আসরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কুমিল্লা জোনের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন ও সায়মা আফরোজ এর কনিষ্ঠ পুত্র তাহমিদ মোসাদ্দেক মাহিন রৌপ্য পদক লাভ করেন। তিনি নটরডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। এ প্রতিযোগিতায় মাহিন ছাড়াও ফারদিন মুনির, আবিব মাহমুদ রৌপ্য ও নিহাল যুবায়ের, আহমেদ নাফিজ ফারহান এবং মিরাজ আহমেদ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। জার্মানী, নেদারল্যান্ডস, চীন, তাইওয়ান ও ভারতসহ ৪৮ টি দেশের ২৭৬ জন প্রতিযোগী এ আন্তর্জাতিক জুনিয়র সাইন্স অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন



পুরস্কার নিচ্ছেন খুলনা পওর বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী



পুরস্কার নিচ্ছেন চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী



পুরস্কার নিচ্ছেন চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী



পুরস্কার নিচ্ছেন সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী



পুরস্কার নিচ্ছেন রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী



পুরস্কার পেয়েছেন
গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ
এর নির্বাহী প্রকৌশলী



পুরস্কার নিচ্ছেন মাগুরা পওর বিভাগ- এর নির্বাহী প্রকৌশলী



পুরস্কার নিচ্ছেন ফরিদপুর পওর বিভাগ- এর নির্বাহী প্রকৌশলী

গত ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে দেশব্যাপী প্রতিটি জেলায় উন্নয়ন মেলা - ২০১৭ এবং ১৭-১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরসমূহ অংশগ্রহণ করে। এ সব মেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সাফল্যের সাথে প্রদর্শন করে নিজ নিজ জেলায় ২য় স্থান অধিকার করায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চট্টগ্রাম প ও র বিভাগ - ১, চট্টগ্রাম প ও র বিভাগ - ২, খুলনা প ও র বিভাগ - ১, গোপালগঞ্জ প ও র বিভাগ, সিরাজগঞ্জ প ও র বিভাগ, রাঙ্গামাটি প ও র বিভাগকে উন্নয়ন মেলা - ২০১৭ এর জন্য এবং ফরিদপুর প ও র বিভাগ ও মাগুরা প ও র বিভাগকে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৭এর জন্য পুরস্কৃত করা হয়। উক্ত সফলতার জন্য গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দের হাতে উপহার স্বরূপ ট্রেস্ট প্রদান করেন। এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এ.কে.এম মমতাজ উদ্দিন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ আবদুর রহমান আকন্দ, বিভিন্ন জোনের প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে- পানি সম্পদ মন্ত্রী

গত ২২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আই ই বি) পুরাতন ভবনের সেমিনার কক্ষে বাপাউবো অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী সমিতি আয়োজিত “Dredging of Rivers In Bangladesh” শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, নদী ভাংগন ও শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতা ও পানির স্তর



বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

নেমে যাওয়া আমাদের দেশের এক চিরাচরিত সমস্যা। নদী ভাঙ্গন রোধ, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ দুর্যোগ থেকে দেশের সম্পদ রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নদীর নাব্যতা রক্ষা ও পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় নদীর পানির প্রবাহ ও নদীর গতিপথ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ড্রেজিং কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দেশের নদীসমূহের নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হবে।

তিনি এই ড্রেজিং কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে দেশের বৃহৎ নদীসমূহের পানি প্রবাহ ও নদীর গতিপথ সচল রাখার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সেমিনারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর ও সমিতির সদস্যবৃন্দসহ মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহাপরিচালকের উন্নয়ন মেলা পরিদর্শন



উন্নয়ন মেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্টলে বাপাউবো মহাপরিচালকসহ অন্যান্যরা

উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে দর্শনার্থীদের মাঝে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মেলার সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, প্রধান প্রকৌশলী কেন্দ্রীয় অঞ্চল আবুল কালাম আজাদ ও ঢাকা পওর সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মতিন সরকারসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণের বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) তে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ



বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণের অধিকতর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MOU) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MOU তে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর এবং BPATC এর পক্ষে রেস্তুর আ.ল.ম আব্দুর রহমান (এনডিসি) স্বাক্ষর করেন।

স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার এ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের প্রথম ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে ব্যবহারের ফলে উন্নত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব। তিনি প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মজীবনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার আহ্বান জানান।

দুই মাস ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১ম শ্রেণীর ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেস্তুর আ. ল. ম আব্দুর রহমান (এনডিসি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বিপিএটিসির উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালকের যোগদান



প্রকৌশলী মোঃ আবদুর রহমান আকন্দ

প্রকৌশলী মোঃ আবদুর রহমান আকন্দ ১২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৮৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ইন ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের নস্সা, পরিকল্পনা, পানি বিজ্ঞান, মনিটরিং, কর্মচারী উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাধীন অবকাঠামো নির্মাণ কাজে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৪ বছর চাকুরীকালীন সময়ে তিনি জাপান, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়ামসহ দেশ বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সাভার গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর ভবদহ এলাকা পরিদর্শন



কাজ পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীরপ্রতীক

গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক যশোর জেলার ভবদহ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রীকে জানানো হয় গত বর্ষা মৌসুমে অস্বাভাবিক বৃষ্টির কারণে ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিশাল এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এই জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অভয়নগর উপজেলাধীন ভবদহ-২১ ভেন্ট স্লুইস হতে বিল খুকশিয়া খাল পর্যন্ত ৬.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে হরি নদীতে এবং কেশবপুর উপজেলাধীন বরেঙ্গা হতে কেশবপুর উপজেলা পর্যন্ত ৬.৪০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে হরিহর নদীতে জরুরী ভিত্তিতে পাইলট চ্যানেল খননকাজ বাস্তবায়ন করা

হয়। এই পাইলট চ্যানেল খনন কাজ বাস্তবায়নের ফলে মনিরামপুর, কেশবপুর, অভয়নগরের বিশাল এলাকা ও যশোর সদর উপজেলার আংশিক এলাকা দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পায়।

পরে মন্ত্রী জলাবদ্ধতা নিরসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং এলাকার জনগণ ও সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলেন। তিনি যশোর-খুলনা মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত বাইপাস চ্যানেল হিসেবে আমডাঙ্গা স্লুইসের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পরিদর্শন করেন।

তিনি অভয়নগর উপজেলার সবচেয়ে বন্যা উপদ্রুত এলাকা আগরহাটির মশিয়াটিতে যান। এ সময় মশিয়াটির জনগণ ও জনপ্রতিনিধিরা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে স্বাগত জানান এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে পানি নেমে যাওয়ায় তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পরে মন্ত্রী অভয়নগর উপজেলার ভবদহ ২১-ভেন্ট স্লুইস পরিদর্শন করেন। তিনি ভবদহ ২১-ভেন্ট স্লুইস সংলগ্ন এলাকায় এক সমাবেশে এলাকাবাসীর দাবীর প্রেক্ষিতে ভবদহ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, স্থানীয় সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য্য, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, পানি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আইনুন নিশাত, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার আবদুস সামাদ, জেলা প্রশাসক যশোর, বাপাউবোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খুলনা জোনের প্রধান প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানি সম্পদ ও পানি সমস্যা :

কে, এম, আনোয়ার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী,
ভাগ্যকুল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাপাউবো, মুন্সিগঞ্জ।

পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশের পর-



অকার্যকর, জরাজীর্ণ/অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডারের তালিকা :

বিভাগ	জেলা	পোল্ডার নং (আয়তন, হেক্টর)
খুলনা	সাতক্ষীরা	৪(১০,৫০০), ৫(৫৫,৪৬৬), ৭/১(৩,৮৮৭), ৭/২(১০,৪৮৬), ১৪/১(২,৯৩৩), ১৩-১৪/২(১৭,৮৬৪), ১৫(৩,৪৪১)
	খুলনা	১০/১২(১০,৪৪৫), ১৬(৮,৪২০), ১৮/১৯(৩,২৮০), ২৩(৪,০৪৮), ২৫(১৭,৪০০), ২৯(৮,২১৮), ৩০(৪,০৪৮), ৩১(৬০৭২), ৩২(৬৪৯৭), ৩৩(৬৮০০)
	বাগেরহাট	৩৪/১(২,২১২), ৩৪/২(৩৮,২০০), ৩৪/৩(৩,৬৫৬), ৩৫/১(১৩,০৫৮), ৩৫/৩(৬,৭৯০), ৩৬/১(৪০,৩৪৩)
	যশোর	২৪(২০,৫৫০)

মাসিক পানি পরিক্রমা

ক) ভবদহ জলাবদ্ধতা সমস্যা :

যশোর জেলার ভবদহ, কেশবপুর, মনিরামপুর, অভয়নগর সহ খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা কখনো বছরের পুরোটা, কখনো ছয় মাস বৃষ্টির পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। গঙ্গা বা পদ্মার পানি প্রবাহ-হ্রাস পাওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাহিত গড়াই নদের পানি কমে যায়। একদিকে নদে মিঠা পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে উজান থেকে আসা পানি প্রবাহের চাপ কমে যাওয়ায় বা না থাকায় জোয়ারের লোনা পানি ঢেলে উজানের দিকে আসতে থাকে। জোয়ারের পানিতে আসা পলি জমতে থাকে উপরের দিকে, যাট বা আশির দশকে নির্মিত পোন্ডার, বাঁধ ও সুইচের আশেপাশে। এভাবে কপোতাক্ষসহ কোদলা, বেতনা, চিত্রা, নবগঙ্গা, বেগবতী, মুক্তেশ্বরী, হরিহর, ভদ্রা, শ্রী, আঠারোবাকি ইত্যাদি নদীর মৃত্যু ঘটে। কোথাও নদী ভরাট হয়ে পোন্ডারের অভ্যন্তরের ভূমি হতে ৫/৬ ফুট উচু হয়ে আছে। পলি জমে নদীবক্ষ ভরাট হয় এবং অকার্যকর হয় পানি নিষ্কাশন সুইচ গেটগুলো। এভাবে এলাকাটি স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয়। এ বর্ষায় অতিমাত্রার বৃষ্টিপাতে যশোরের ৩টি উপজেলার ৩০টি ইউনিয়নের ১৪৪টি গ্রামের ১,৮৫,০০০ মানুষের ভিটাবাড়ী, আবাদী জমি, মৎস্যঘের, বাজার, স্কুল সব পানিতে তলিয়ে গেছে এবং এলাকাবাসি উচু স্থানে ও পাঁকা রাস্তার দু'পাশে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। ভবদহ জলাবদ্ধতার কারিগরী বিশ্লেষণে এই দাঁড়ায় যে, মুক্তেশ্বরী- টেকা- হরিনদী অববাহিকা ভবদহ এলাকা। অন্যদিকে হরিহর- আপার ভদ্রা- বুড়ী ভদ্রা নদীর অববাহিকা কেশবপুর ও মনিরামপুর। মুক্তেশ্বরী- টেকা- হরিনদী অববাহিকায় স্থানীয় জনগণ ১৯৯৭ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিল বায়ানা প্রথম জোয়ারাধার (TRM) চালু করে। পরবর্তিতে ২০০২ হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিল কেরারিয়ায় জোয়ারাধার (TRM) চালু করা হয়। ইহার ধারাবাহিকতায় ২০০৭-২০১৩ সাল পর্যন্ত বিল খুকশিয়ায় জোয়ারাধার চালু রাখা হয়। পরবর্তিতে জনগণের বাঁধার কারণে বিল কাপালিয়ার জোয়ারাধার (TRM) বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। যার ফলে গত কয়েক বছরে মুক্তেশ্বরী- টেকা- হরিনদী ও হরিহর- আপার ভদ্রা- বুড়ী ভদ্রা নদী সমূহ পলিতে ভরাট হয়ে যায়। এ বছরের অতিবৃষ্টি ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় ভবদহ, কেশবপুর ও মনিরামপুরে মারাত্মক জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। আপতকালীন জরুরী কাজের মাধ্যমে ৬.৪ কিঃমিঃ হরিহর নদী এবং ৬ কিঃমিঃ হরি নদীর আংশিক চ্যানেল খননপূর্বক নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবদহের জলাবদ্ধতা দীর্ঘ দিনের পুরানো সমস্যা। বিল বায়ানা, বিল কেরারিয়া ও বিল খুকশিয়া TRM এর মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সাময়িক জলাবদ্ধতা নিরশন করা সম্ভব হয়েছে। আপাতভাবে বিল কাপালিয়ায় TRM এর মাধ্যমে আবারো কয়েক বছরের জন্য জলাবদ্ধতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়- জোয়ারাধার বাস্তবায়ন করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এ জন্য চাই জনসচেতনতা, জনগণকে উদ্ধৃদ্ধকরণ ও জনসম্পৃক্ততা। আর TRM কোন স্থায়ী সমাধান নহে; ইহা একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ আমরা চাই সমীক্ষা সাপেক্ষে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভবদহের জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান হউক।

খ) সুন্দরবন ও দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা সমস্যা :

সুন্দরবন জীববৈচিত্র, বৃক্ষরাজী ও পরিবেশগত ভারসাম্য গড়ে উঠেছিল নদীর মিঠা পানির প্রবাহে ও সামুদ্রিক জোয়ারের লোনা পানির আসা যাওয়া ছন্দে। সত্তর দশকে বাংলাদেশ গঙ্গার পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লোনা পানি উজানে ঢেলে আসা শুরু হয়। সুন্দরবন সহ দক্ষিণাঞ্চলের নদী, ভূমি ও বন লবণাক্ততার শিকার হয়েছে। এটা সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্যকেও হুমকিতে ফেলেছে। পদ্মায় প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় উজানের পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় সুন্দরবন সহ দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলো পলিতে ভরাট হতে ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে সুন্দরবনের পাছ, প্রাণী-পতঙ্গ, জলজ জীবসহ সামগ্রিক ভাবে পরিবেশের উপর। এতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই ম্যানগ্রোভ বনের নদীতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় পাশাপাশি নদীর বুকে পলি জমার হারও বেড়ে গেছে, যা সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে সুন্দরবনে নতুন করে বৃক্ষরাজি জন্মানোর হার কমেছে। নতুন বৃক্ষ জন্মানো কমে আসায় বাড়ছে বৃক্ষহীন ফাঁকা স্থানের পরিমাণ। বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান নদীগুলি দিয়ে গঙ্গা বা পদ্মা হতে উজানের পানি আসেনা বললেই চলে। তবে ভবিষ্যতে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ পূর্বক জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে আলোচ্য নদীগুলিতে পুনরায় উজানের পানি প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তখন হয়তো উল্লেখিত ৪৮টি পোন্ডার আবারো সক্রিয় করা সম্ভব হবে। অত্র জোনে বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় বিদ্যমান ৪৮টি পোন্ডারের আয়তন প্রায় ৪৫০০ বর্গ কিলোমিটার, বেড়ী বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ কিঃমিঃ এবং সুইচের সংখ্যা ৭০০টি। বর্তমান বাস্তবতার আলোকে অত্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পোন্ডারসমূহ দীর্ঘ মেয়াদী কার্যকর করার বিষয়ে অর্থাৎ জলাবদ্ধতা নিরশন, জোয়ারের লবণাক্ত পানি পোন্ডার অভ্যন্তরে প্রবেশরোধ, নদ-নদীর প্রবাহ সচল রাখা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা কার্যকর করা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর উর্দ্ধগামী করা এবং লবণাক্ততা হ্রাসসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনাকরতঃ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) আলোকে সামগ্রিকভাবে নতুন করে সমন্বয়যোগ্য ফিজিবিলিটি স্টাডি করা এখনই প্রয়োজন। সেই আলোকে উপকূলীয় এলাকায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে হয়তো স্থানীয় জনগণের প্রতিবছরের ভোগান্তির স্থায়ী সমাধান করা যেতে পারে।

চিহ্নিত সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ :

- ❖ শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা বা পদ্মার পানি প্রবাহ-হ্রাস পাওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পদ্মা হতে উৎপন্ন নদীসমূহের মুখ/অফটেক ভরাট হয়ে উজানে নদীর অস্তিত্বঃ প্রায় বিলীন হতে চলেছে। নদীর জায়গা অবৈধ দখলে চলে যাচ্ছে।
- ❖ জোয়ারে আসা লক্ষ লক্ষ ঘন মিটার পলি নদীগুলোতে অবক্ষিপনের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে।
- ❖ নদী ভরাট ও উজানের প্রবাহ না থাকার কারণে নির্মিত পোন্ডারের কার্যকারিতা লোপ পেতে বসেছে। নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় পোন্ডার অভ্যন্তরে দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।
- ❖ পোন্ডার অভ্যন্তরে বিদ্যমান অপরিকল্পিত মৎস্য ঘের থাকায় বাঁধ কেটে, পাইপ টুকিয়ে লোনা পানি প্রবেশ করানোর ফলে বেড়ী বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং উচু জোয়ারে বাঁধ ভেঙ্গে বা বাঁধ উপচিয়ে লোনা পানি পোন্ডার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন।
- ❖ সমুদ্রের লবণাক্ততা ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ মাধ্যমে ক্রমাগত উজানের দিকে বিস্তৃত হচ্ছে।
- ❖ কৃষি ও অন্যান্য কাজে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে পানি স্তরঃ নিম্নগামী হচ্ছে এবং আর্সেনিকবাহী খনিজের অক্সিজেনেশন ঘটে ভূ-গর্ভস্থ পানি আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় দূষিত হচ্ছে। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ।
- ❖ ভবদহের মতো নিচু এলাকায় ও অন্যান্য পোন্ডারে বৃষ্টির কারণে দীর্ঘ স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।
- ❖ পোন্ডার অভ্যন্তরে অপরিকল্পিত মৎস্য ঘেরের আইল ও ছোট কালভার্ট ও অন্যান্য বাঁধার কারণে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যহত হওয়া জলাবদ্ধতা দীর্ঘ স্থায়ী রূপ নিচ্ছে।
- ❖ জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি, যোগাযোগ, জনবসতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ায় স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে।
- ❖ এখনই কোন কোন মহল হতে এসব পোন্ডার উঠিয়ে দেয়ার দাবী উঠেছে।
- ❖ সুন্দরবনের পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।
- ❖ সুইচ গেইট অকার্যকর, বাঁধ দুর্বল ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় অধিকাংশ পোন্ডারের কার্যকারিতা লোপ পেয়েছে।

চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ :

ক) দীর্ঘ মেয়াদী :

- ★ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) আলোকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সামগ্রিকভাবে নতুন করে সমন্বয়যোগ্য ফিজিবিলিটি স্টাডি করা। যাট দশকের পোন্ডারিং ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এখন সময়ের দাবী।
- ★ গঙ্গা বা পদ্মার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং বিচ্ছিন্ন নদীসমূহের সংযোগ স্থাপন করে অত্র অঞ্চলের নদ-নদীতে পদ্মা হতে উজানের মিঠা পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করে নদীসমূহ সচল রাখা। যেমনঃ- হিচনা - মাথাভাঙ্গা, গড়াই, চন্দনা, পুরাতন কুমার ইত্যাদি নদীর মাধ্যমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা।
- ★ লবণ সহিষ্ণু ধান/ফসল উৎপাদন গবেষণা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণা লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা।
- ★ ঘেরের আইলে সবজি/ফল-মূল চাষ বৃদ্ধি করা।
- ★ জলাবদ্ধ পানিতে ভাসমান মাচানের উপর চাষাবাদে জনগণকে উদ্ধৃদ্ধ করা।
- ★ প্রতিটি পোন্ডারে সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে পাম্প স্টেশন নির্মাণ ও নিষ্কাশন খাল খনন।
- ★ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেড়ী বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করা।
- ★ সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ন্যায় উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও নদী মোহনায় রেগুলেটর নির্মাণ পূর্বক জোয়ারের পানির প্রবেশরোধ করা।
- ★ দিনে দু'বার জোয়ার ভাটায় বেড়ী বাঁধের ক্ষয়রোধে বেড়ী বাঁধের বিঃঃ স্লোপে চাল প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা।
- ★ অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়; জোয়ারাধার (TRM) বাস্তবায়ন খুবই চ্যালেঞ্জিং, স্বার্থবেষী মহলের বাঁধার কারণে TRM বাস্তবায়ন করা যায় না, তা'ছাড়া বৈধ কাগজপত্রের অভাবে জেলা প্রশাসন TRM- এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। আরো উল্লেখ্য ২-৪ বছর পরপর নতুন নতুন জলাধার পাওয়া খুবই দুষ্কর। তাই বিকল্প পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে।
- ★ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ।
- ★ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী পোন্ডার অভ্যন্তরে সুইচের সংখ্যা হ্রাস করা।
- ★ কোন কোন পোন্ডারকে সম্পূর্ণভাবে মৎস্য ঘেরের জন্য নির্ধারণ করা।
- ★ প্রধান নদী খনন ও কারিগরী বিবেচনায় একটি পোন্ডারকে উন্মুক্ত করে জোয়ারাধার (TRM) চালু করা।
- ★ জনগণকে বিদ্যমান পরিবেশের সহিত খাপ-খাওয়ানো এবং এইরূপ অবস্থায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো।

খ) মধ্য মেয়াদী :

- ★ এই অঞ্চলে বিদ্যমান নদ-নদীসমূহে ২/৩ বৎসর পরপর খনন/পুনঃখনন করা। তবে এ ক্ষেত্রে খননকৃত লক্ষ লক্ষ ঘনমিটার মাটি ব্যবস্থাপনা একটি মারাত্মক সমস্যা।
- ★ নদী খনন ও টি আর এম ধারাবাহিক ভাবে চালু রাখা এতে যেমন নদী প্রবাহ সচল থাকবে অন্যদিকে বিলের নিচু জমি পলি ভরাটে উচু করা যাবে।

গ) স্বল্প মেয়াদী :

- ★ প্রতি বছর আপতকালীন জরুরী মেরামত কাজ।
- ★ অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে প্রতিবছর ব্লকিপুর স্থান মেরামত করা।
- ★ জোয়ারাধার (TRM) ব্যতীত শুধু নদী খনন করা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংকট অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রাকৃতিক। এই ক্ষুদ্র পরিসরে পুরো চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নহে। অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সার্বিক উন্নয়নে অত্র এলাকাকে অবজ্ঞা করার কোন অবকাশ নেই। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে টালাও ভাবে নতুন করে সম্ভাব্যতা হবে। তাই এই এলাকায় নতুন ভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দুর্দশা লাঘবে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সরকারের বিশেষ দৃষ্টি কাম্য। তবেই এই দেশ একদিন সত্যিকার অর্থেই সোনার বাংলায় রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে হবে

- পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ



এডিপি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। সভায় এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান ৬০টি প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হলো বুড়িগঙ্গা নদী পুণরুদ্ধার প্রকল্প, যমুনা নদীর ডান তীর হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ পর্যন্ত, ইসলামপুর উপজেলার শাহাপুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত, সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিনধরা হতে হারগীলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ কাজ, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারসমূহের অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ প্রকল্প, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও তৎসংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প। তাছাড়া বিশেষ প্রকল্পসমূহের মধ্যে গড়াই নদী পুণরুদ্ধার প্রকল্প ফেজ-২, ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্পের বিষয়ে সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। মন্ত্রী মনোযোগ সহকারে প্রকল্প পরিচালকগণের বক্তব্য শোনেন। তিনি বলেন দেশের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবদান অপরিসীম। তিনি নিরলস পরিশ্রম ও তদারকির মাধ্যমে কাজের গুণগতমান বজায় রেখে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশের অবস্থান তৈরী করার জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এ.কে.এম মমতাজ উদ্দিন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ আবদুর রহমান আকন্দ, বিভিন্ন জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোঃ আকতারুজ্জামান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

নিবাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.pr@bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd